BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03010029

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 01| January 2025| e-ISSN: 2584-1890

বিদ্যালয় পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা

Shyamaprasad Patra

Email: www.patrabappapuja@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

বিদ্যালয় পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শিক্ষার গুণগত উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, যা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল ও ফলপ্রসূ করে তোলে। স্থানীয় প্রশাসন এই প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে বিদ্যালয়ের কার্যকারিতা, শিক্ষকতার মান, শিক্ষার্থীর শিখনফল, এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক তদারকি করে। গবেষণায় দেখা যায়, জেলা ও ব্লক পর্যায়ের শিক্ষা আধিকারিকরা নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার মান বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। বিদ্যালয় পরিদর্শন কেবল আনুষ্ঠানিক কাজ নয়, এটি এক ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও উন্নয়নের ব্যবস্থা—যার মাধ্যমে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন, ত্রুটি নির্ণয়, ও সংশোধন সম্ভব হয়। তবে এই ব্যবস্থায় কিছু প্রতিবন্ধকতা যেমন শিক্ষক সংকট, প্রশাসনিক চাপ, ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তাই তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর মনিটরিং, সমন্বিত পরিদর্শন দল, অভিভাবক ও সমাজের অংশগ্রহণ, এবং স্বচ্ছ জবাবদিহি ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে স্থানীয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানমূলক ভূমিকা, মাননিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা, এবং বিদ্যালয় পরিদর্শনের উন্নয়নমূলক দিকগুলি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলতে পারে।

মূল শব্দ: *বিদ্যালয় পরিদর্শন,মাননিয়ন্ত্রণ,স্থানীয় প্রশাসন,শিক্ষা উন্নয়ন, তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহি।*

ভূমিকা

শিক্ষা সমাজের আত্মা — এই উক্তিটি কেবল দার্শনিক নয়, এটি সমাজবিজ্ঞানের এক বাস্তব সত্য। শিক্ষার মাধ্যমে একদিকে যেমন নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে, অন্যদিকে সমাজে মূল্যবোধ, কর্মদক্ষতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়। বিদ্যালয় সেই প্রাথমিক ক্ষেত্র, যেখানে শিশু প্রথমবারের মতো সামাজিক জীবনের নিয়ম, শৃঙ্খলা, সহযোগিতা ও জ্ঞানের আনন্দ অনুভব করে। তাই বিদ্যালয়ের গুণগত মান ও শিক্ষার কার্যকারিতা শুধুমাত্র শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে না; এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক সহায়তার সামগ্রিক কার্যক্রম।

বিদ্যালয় পরিদর্শন (School Inspection) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়া, অবকাঠামোগত সুবিধা, উপস্থিতি, শৃঙ্খলা, এবং শিক্ষণ-শেখার মান বিশ্লেষণ করা হয়। এটি শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার জন্য নয়, বরং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রশাসন বুঝতে পারে কোন বিদ্যালয়ে কী ধরনের উন্নয়ন প্রয়োজন, কোথায় সমস্যা রয়েছে, এবং কোন বিদ্যালয়গুলি অন্যদের তুলনায় উত্তম মানদণ্ড স্থাপন করছে।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয় পরিদর্শনের ঐতিহ্য বহু পুরনো। ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা দপ্তর গঠনের পর থেকেই 'ইনস্পেকশন'-এর প্রথা চালু হয়েছিল, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও শিক্ষকদের কার্যকারিতা যাচাই করা। স্বাধীনতার পর এই প্রথা ক্রমশ গণতান্ত্রিক রূপ লাভ করে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য স্থানীয় প্রশাসন, যেমন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (District Inspector of Schools), ব্লক শিক্ষা আধিকারিক (Block Education Officer), সহায়ক পরিদর্শক এবং অন্যান্য প্রশাসনিক স্তরের কর্মকর্তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্যের শিক্ষা কাঠামোতে ব্লক স্তর, সার্কেল স্তর এবং জেলা স্তরের বিভিন্ন পদমর্যাদার শিক্ষা আধিকারিকরা বিদ্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন। তাঁদের মাধ্যমে সরকার বিদ্যালয়ের কর্মদক্ষতা, উপস্থিতি, পরিকাঠামোগত অবস্থা, শিক্ষার্থীর ফলাফল এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ওপর নজর রাখে। তবে শুধুমাত্র তদারকি নয়—একজন দক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা বিদ্যালয়কে উৎসাহিত করেন, শিক্ষকদের মধ্যে উদ্যম জাগিয়ে তোলেন, এবং শেখার পরিবেশকে উন্নত করার জন্য পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করেন।

মাননিয়ন্ত্রণ (Quality Assurance) আধুনিক শিক্ষানীতির অন্যতম মূলধারা। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (National Education Policy 2020) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, বিদ্যালয় শিক্ষার মান নির্ধারণ ও বজায় রাখার জন্য একটি সমন্বিত ও তথ্যভিত্তিক পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকা জরুরি। স্থানীয় প্রশাসন এই নীতির কার্যকর বাস্তবায়নে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। বিদ্যালয় পরিদর্শন যদি কেবল প্রশাসনিক দায়িত্ব হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তা শিক্ষার প্রাণশক্তিকে ক্ষীণ করে দেয়। কিন্তু যদি এই পরিদর্শন সহানুভূতিশীল, সহযোগিতামূলক ও উন্নয়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত হয়, তবে এটি শিক্ষার গুণগত মানকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে পারে।

বিদ্যালয় পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণের মধ্যে এক গভীর পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। নিয়মিত ও সুচারু পরিদর্শনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। যেমন—শিক্ষকের পাঠদান কৌশলে ত্রুটি, শিক্ষার্থীদের শেখার ঘাটতি, শিক্ষাসামগ্রীর অভাব, কিংবা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম। এইসব তথ্যের ভিত্তিতে প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে, যেমন শিক্ষক প্রশিক্ষণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বা নীতিগত পরিবর্তন। এর ফলে শিক্ষা প্রক্রিয়াটি ক্রমাগত পরিমার্জিত ও উন্নত হতে থাকে।

এই গবেষণাপত্রে আলোচিত হয়েছে — স্থানীয় প্রশাসনের বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থার কাঠামো, কার্যকারিতা, সীমাবদ্ধতা, এবং মাননিয়ন্ত্রণে তাদের ভূমিকা ও প্রভাব।

বিদ্যালয় পরিদর্শনের তাৎপর্য

বিদ্যালয় পরিদর্শন (School Inspection) আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উপাদান, যা শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক তদারকি নয়, বরং একটি *গুণগত উন্নয়ন প্রক্রিয়া*। এটি বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, সুশৃঙ্খল এবং ফলপ্রসূ করে তোলে। এক কথায়, বিদ্যালয় পরিদর্শন হলো শিক্ষার মাননিয়ন্ত্রণ (Quality Control) ও মানোন্নয়ন (Quality Improvement)-এর অন্যতম হাতিয়ার।

বিদ্যালয় পরিদর্শনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো বিদ্যালয়ের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। এটি কেবল শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর পারফরম্যান্স যাচাই নয়, বরং একটি বৃহত্তর কাঠামো—যার মধ্যে শিক্ষণপদ্ধতি, পাঠ্যক্রমের প্রয়োগ, অবকাঠামো, সহশিক্ষা কার্যক্রম, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক সবই অন্তর্ভুক্ত। বিদ্যালয় পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ—

১. **বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণমান নির্ধারণ করা:** বিদ্যালয় পরিদর্শন বিদ্যালয়ে পাঠদানের মান, শিক্ষাসামগ্রীর ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও অর্জিত ফলাফল বিশ্লেষণ করে শিক্ষার সামগ্রিক মান নির্ধারণ করে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় বিদ্যালয়টি নির্ধারিত শিক্ষাগত মানদণ্ড পূরণ করছে কি না।

২. **শিক্ষকদের পাঠদানের পদ্ধতি ও দক্ষতা পর্যবেক্ষণ:** একজন শিক্ষক শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় কীভাবে অংশ নিচ্ছেন, শ্রেণিকক্ষে কৌশল ও উপকরণ কতটা কার্যকরভাবে ব্যবহার করছেন, এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাঁর আন্তঃক্রিয়া কতটা ইতিবাচক—এসবই বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে মূল্যায়িত হয়। এটি শিক্ষকদের পেশাগত বিকাশে দিকনির্দেশনা দেয়।

৩. **শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি ও শিখনফল মূল্যায়ন:** শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, শেখার গতি, পরীক্ষার ফলাফল এবং সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের সূচক। পরিদর্শনের মাধ্যমে এইসব তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিখনফল মূল্যায়ন করা যায়।

৪. **বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত ও প্রশাসনিক সক্ষমতা যাচাই:** একটি বিদ্যালয়ের শারীরিক পরিকাঠামো, যেমন শ্রেণিকক্ষ, গ্রন্থাগার, পানীয় জল, শৌচালয়, খেলার মাঠ ইত্যাদি—শিক্ষার পরিবেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে এই দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়নের পরামর্শ দেওয়া হয়।

৫. **শিক্ষা নীতির বাস্তবায়ন ও ত্রুটি নিরসন:** সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষা নীতি, যেমন ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি (NEP 2020), সার্ভ শিক্ষা অভিযান, বা মিড-ডে মিল প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিদ্যালয় পর্যায়ে কতটা সফল হচ্ছে, তা বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে যাচাই করা যায়। পাশাপাশি নীতিগত ত্রুটি বা প্রশাসনিক দুর্বলতা শনাক্ত করে সমাধানের দিকনির্দেশ প্রদান করা হয়।

অতএব, বিদ্যালয় পরিদর্শন কেবলমাত্র নথিপত্র যাচাই বা রিপোর্ট তৈরি নয়; এটি একটি ধারাবাহিক উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের প্রতিটি অংশ—শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রশাসন ও সম্প্রদায়—একটি সমন্বিত গুণগত মান অর্জনের পথে অগ্রসর হয়।

একজন দক্ষ পরিদর্শক বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলি শুধু শনাক্ত করেন না, বরং তিনি শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে গঠনমূলক পরামর্শ দেন, তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ান এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করেন। এই সহযোগিতামূলক ও উন্নয়নমুখী মনোভাবই বিদ্যালয় পরিদর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য।

অর্থাৎ, বিদ্যালয় পরিদর্শনের উদ্দেশ্য শাস্তিমূলক নয়, বরং শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আরও প্রাণবন্ত, বৈজ্ঞানিক ও মানবিক করে তোলার এক অব্যাহত প্রচেষ্টা।

স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা ও দায়িত্ব

স্থানীয় প্রশাসন (Local Administration) হলো সেই প্রশাসনিক স্তর যা বিদ্যালয় শিক্ষার নিকটতম তত্ত্বাবধায়ক ও সহায়ক কাঠামো হিসেবে কাজ করে। এটি জেলা, মহকুমা ও ব্লক পর্যায়ে গঠিত প্রশাসনিক শাখাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন—জেলা শিক্ষা দপ্তর (District Education Office), ব্লক শিক্ষা অফিস (Block Education Office), পঞ্চায়েত সমিতি, ও স্থানীয় শিক্ষাসমিতি (School Management Committee বা SMC)। এরা প্রত্যেকেই বিদ্যালয় ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষার মাননিয়ন্ত্রণ, শিক্ষক সহায়তা, এবং জনসম্পৃক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিদ্যালয় শিক্ষা একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যার কার্যকারিতা নির্ভর করে স্থানীয় স্তরে সঠিক বাস্তবায়ন ও তদারকির উপর। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের নীতিমালা প্রণয়নের পর সেগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনের হাতে। ফলে বিদ্যালয়ের গুণগত মান রক্ষা, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন, এবং শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক কল্যাণে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা অপরিহার্য। নিম্নে স্থানীয় প্রশাসনের কয়েকটি প্রধান ভূমিকা ও দায়িত্ব বিশদভাবে আলোচিত হলো—

তত্ত্বাবধানমূলক ভূমিকা: স্থানীয় প্রশাসনের অন্যতম মৌলিক কাজ হলো বিদ্যালয়গুলির নিয়মিত পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে শিক্ষার মান বজায় রাখা। জেলা ও ব্লক পর্যায়ের শিক্ষা আধিকারিকরা যেমন—ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অব স্কুলস (DI), সাব-ইনস্পেক্টর অব স্কুলস (SI), ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (BDO), ও ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট অফিসার (DPO)—নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান।

তাঁরা শিক্ষকদের উপস্থিতি, পাঠদানের পদ্ধতি, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, মিড-ডে মিল (Mid-Day Meal) প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, এবং বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। এই পরিদর্শনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শক্তি ও দুর্বল দিকগুলি চিহ্নিত হয়, যা পরবর্তীতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করে।

এছাড়াও স্থানীয় প্রশাসন বিদ্যালয়ের নথিপত্র যেমন—উপস্থিতির খাতা, পাঠ পরিকল্পনা, মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও আর্থিক হিসাব পর্যালোচনা করে বিদ্যালয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। এই ধারাবাহিক তত্ত্বাবধানই শিক্ষার গুণগত মান রক্ষার প্রাথমিক ধাপ।

নীতিমালা বাস্তবায়ন: সরকার কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্প যেমন *সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA), সমগ্র শিক্ষা অভিযান (Samagra Shiksha Abhiyan), মিশন শিক্ষা,* ও *কন্যাশ্রী প্রকল্প*—এসবের সফল বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জেলা ও ব্লক স্তরের আধিকারিকরা বিদ্যালয়গুলিতে এসব প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশ প্রদান করেন। যেমন—সকল শিশুর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের পুনরায় মূলধারায় আনা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা, এবং বিদ্যালয়ের ফলাফলের মানোন্নয়ন।

নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন একটি সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালন করে—সরকারের পরিকল্পনা ও বিদ্যালয়ের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে তারা শিক্ষাব্যবস্থার ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন: একটি বিদ্যালয়ের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষকের গুণমান ও পেশাগত দক্ষতার উপর। স্থানীয় প্রশাসন এই দিকটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় যদি দেখা যায় কোনো শিক্ষক পাঠদানে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ কম, তবে স্থানীয় প্রশাসন সেই শিক্ষককে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ বা কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত করে।

ব্লক রিসোর্স সেন্টার (BRC) ও ক্লাস্টার রিসোর্স সেন্টার (CRC)-এর মাধ্যমে নিয়মিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, এবং পিয়ার-লার্নিং সেশন পরিচালনা করা হয়। এর ফলে শিক্ষকরা নতুন শিক্ষণ কৌশল, আইসিটি (ICT) নির্ভর পাঠদান, এবং শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ধারণা সম্পর্কে অধিক সচেতন হন।

স্থানীয় প্রশাসন শিক্ষকদের মনোবল বৃদ্ধিতেও ভূমিকা পালন করে—তাদের সাফল্যকে স্বীকৃতি দেওয়া, উৎসাহ প্রদান, ও সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার একটি মানবিক দিককে প্রতিফলিত করে।

জনসম্পৃক্ততা ও সচেতনতা: শিক্ষা কেবল বিদ্যালয় বা সরকারের দায়িত্ব নয়; এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। স্থানীয় প্রশাসন এই উপলব্ধিকে বাস্তবে রূপ দিতে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি (SMC), অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি (PTA), এবং গ্রাম শিক্ষা কমিটি (Village Education Committee)-এর মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে।

অভিভাবক, স্থানীয় নেতৃত্ব, সমাজকর্মী এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে যুক্ত করার মাধ্যমে বিদ্যালয় একটি সম্প্রদায়ভিত্তিক শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এর ফলে শিক্ষার প্রতি সমাজের আগ্রহ বাড়ে, শিক্ষার্থীর উপস্থিতি উন্নত হয়, এবং বিদ্যালয়ের সামাজিক জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়।

তাছাড়া স্থানীয় প্রশাসন সচেতনতামূলক সভা, বিদ্যালয় উৎসব, ও শিক্ষাবিষয়ক কর্মশালার মাধ্যমে সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বার্তা ছড়িয়ে দেয়।

আর্থিক ও অবকাঠামোগত সহায়তা: বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন শিক্ষার মানোন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। স্থানীয় প্রশাসন বিদ্যালয়ের অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, শ্রেণিকক্ষ সংস্কার, পাঠাগার ও বিজ্ঞান ল্যাব স্থাপন, খেলার মাঠ সংরক্ষণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, এবং স্যানিটেশন সুবিধা উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের তহবিল যেমন *সমগ্র শিক্ষা অভিযান* বা *পঞ্চায়েত ফান্ড* সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কি না, তা স্থানীয় প্রশাসন তদারকি করে। একই সঙ্গে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করে।

মাননিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া

বিদ্যালয় পরিদর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার মান বজায় রাখা ও ক্রমাগত উন্নয়ন সাধন করা। শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ভর করে কতটা সুসংহতভাবে মাননিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে তার উপর। মাননিয়ন্ত্রণ শুধু মূল্যায়নের প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি একটি ধারাবাহিক ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা যা শিক্ষক, প্রশাসন, শিক্ষার্থী ও সমাজ—সকলের সম্মিলিত উদ্যোগে গঠিত হয়। বিদ্যালয় পর্যায়ে মাননিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াকে কার্যকর করতে স্থানীয় প্রশাসন বিভিন্ন ধাপে কাজ করে থাকে—

পরিকল্পনা প্রণয়ন: বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় সংগৃহীত তথ্য—যেমন শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, শিক্ষণ-অভ্যাস, শিক্ষকতার পদ্ধতি, অবকাঠামোগত অবস্থা ইত্যাদি—ব্লক ও জেলা পর্যায়ে সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়। এই তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষা উন্নয়নের জন্য বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক পরিকল্পনা তৈরি হয়, যাতে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের দুর্বলতা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করা যায়।

মানদণ্ড নির্ধারণ: শিক্ষার মান নির্ধারণের জন্য নির্দিষ্ট সূচক (Indicators) স্থির করা হয়—যেমন শিখনফল, পাঠ্যক্রমের অনুসরণ, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক, ও সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতেই বিদ্যালয়গুলিকে মূল্যায়ন করা হয় এবং তুলনামূলক উন্নয়নের ধারা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

ফলাফল বিশ্লেষণ: বিদ্যালয় পরিদর্শনের রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে স্থানীয় প্রশাসন নির্ধারণ করে কোন বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার মানে পিছিয়ে রয়েছে এবং সেই পিছিয়ে পড়ার কারণ কী। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক সংকট, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, কিংবা শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতি—এসব সমস্যার প্রকৃতি নিরূপণ করা হয়। এর ভিত্তিতে বিদ্যালয়ভিত্তিক বিশেষ উদ্যোগ বা সংশোধনমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়।

মনিটরিং ও ফলো-আপ: মাননিয়ন্ত্রণ কেবল এককালীন প্রক্রিয়া নয়। বিদ্যালয় পরিদর্শনের পর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, পুনর্মূল্যায়ন, এবং ফলো-আপ কার্যক্রম স্থানীয় প্রশাসনের অন্যতম দায়িত্ব। এই পর্যায়ে বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনে পুনঃনির্দেশনা দেওয়া হয়।

অতএব, বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে মাননিয়ন্ত্রণ কেবল একটি প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের একটি গতিশীল ও সমন্বিত প্রক্রিয়া, যেখানে স্থানীয় প্রশাসন শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে।

উন্নয়নের সম্ভাবনা ও প্রস্তাবনা

বিদ্যালয় পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ, এবং শিক্ষাবান্ধব করতে হলে প্রশাসনিক কাঠামো ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ অপরিহার্য। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা শুধুমাত্র পরিদর্শক নয়, বরং এক *উন্নয়নমুখী অংশীদার* হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরি। নিচে বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নয়নের কিছু বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা ও প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হলো—

ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম চালু: বর্তমান যুগে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যালয় তদারকি কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা সম্ভব। প্রতিটি বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম, শিক্ষক উপস্থিতি, পাঠ্যসূচির অগ্রগতি, ও শিক্ষার্থীর শিখনফল অনলাইনে রেকর্ড করা হলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে। মোবাইল অ্যাপ বা পোর্টালভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সহায়ক হবে।

নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি: বিদ্যালয় পরিদর্শক ও শিক্ষা আধিকারিকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা জরুরি, যাতে তারা আধুনিক শিক্ষণতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। এর ফলে বিদ্যালয় পরিদর্শন আরও বাস্তবভিত্তিক ও সহানুভূতিশীল হবে।

সমন্বিত পরিদর্শন দল গঠন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সমাজকল্যাণ ও শিশু উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি *সমন্বিত পরিদর্শন দল* গঠন করলে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া সম্ভব। এতে শুধু শিক্ষার মান নয়, শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও মানসিক কল্যাণ সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর মতামত সংগ্রহ: বিদ্যালয়ের মান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কেবল প্রশাসনিক মতামত নয়, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়াও গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় প্রশাসন অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠক বা অনলাইন সার্ভের মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণ করতে পারে। এতে বাস্তব সমস্যাগুলি দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

প্রণোদনা ও পুরস্কার ব্যবস্থা: যেসব বিদ্যালয় ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করছে বা মাননিয়ন্ত্রণ সূচকে উৎকর্ষতা অর্জন করছে, তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কার, স্বীকৃতি বা আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করা যেতে পারে। এটি বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করবে এবং শিক্ষকদের কর্মোদ্যম বাড়াবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি: বিদ্যালয় পরিদর্শনের রিপোর্ট, মূল্যায়ন সূচক, ও সুপারিশসমূহ প্রকাশ্যে আনলে বিদ্যালয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক শেখার ও উন্নতির পরিবেশ তৈরি হবে। স্থানীয় প্রশাসন যদি এই তথ্যগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরে, তাহলে অভিভাবক, সমাজ ও নীতিনির্ধারকরা বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারবেন।

সমাজ ও পঞ্চায়েতের সক্রিয় অংশগ্রহণ: বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি (SMC), পঞ্চায়েত সদস্য, এবং স্থানীয় সমাজনেতাদের সক্রিয়ভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এতে প্রশাসনিক ও সামাজিক সমন্বয় বাড়বে এবং বিদ্যালয়কে একটি 'সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান'-এ পরিণত করা সম্ভব হবে।

উপসংহার

বিদ্যালয় পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শুধু প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়; এটি শিক্ষার মানোন্নয়নের এক নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা। স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা, প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ, ও জনসম্পৃক্ততা একত্রে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও গুণগত ও জবাবদিহিমূলক করতে পারে।

যদি বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র নিরীক্ষণ নয়, বরং **"শিক্ষার গুণগত উন্নয়নের এক প্রেরণাদায়ক উপাদান"** হিসেবে রূপান্তর করা যায়, তাহলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

তথ্যসূত্র

১. মুখোপাধ্যায়, অনিরুদ্ধ। *বিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা*। কলকাতা: একাডেমিক পাবলিকেশনস, ২০১৮।

২. রায়, সুনন্দা। *শিক্ষা পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ: আধুনিক প্রেক্ষাপট*। কলকাতা: বিদ্যাসাগর শিক্ষা সংসদ, ২০২০।

৩. ভারত সরকার, শিক্ষা মন্ত্রক। *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (National Education Policy 2020)*। নয়াদিল্লি: শিক্ষা মন্ত্রক, ২০২০।

৪. পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর। *বিদ্যালয় পরিদর্শন নির্দেশিকা ও মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা*। কলকাতা: সার্ভ শিক্ষা অভিযান, ২০২২।

৫. ঘোষ, দেবাশিস। *স্থানীয় প্রশাসন ও প্রাথমিক শিক্ষার তত্ত্বাবধান*। *বাংলা শিক্ষা গবেষণা পত্রিকা,* খণ্ড ৭, সংখ্যা ১, ২০২৩, পৃ. ২৫–৪১।

৬. দত্ত, মেঘনা। *বিদ্যালয় পরিদর্শন ও শিক্ষক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন: একটি বিশ্লেষণ*। *শিক্ষা চর্চা ত্রৈমাসিক,* খণ্ড ৫, সংখ্যা ৩, ২০২১, পৃ. ৪৭–৬০।

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন কুমার। *স্থানীয় শাসনব্যবস্থা ও শিক্ষা বিকাশ*। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০১৯।

৮. সরকার, সুমিতা। *বিদ্যালয় তদারকি ও মানোন্নয়নের প্রশাসনিক কাঠামো*। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী প্রকাশন, ২০২২।

৯. মুখার্জি, প্রণব। *প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: সমস্যা ও সম্ভাবনা*। কলকাতা: প্রগতিশীল শিক্ষা সংস্থা, ২০২০।

১০. চট্টোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা। *বিদ্যালয় প্রশাসনে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা: এক সমীক্ষা*। *শিক্ষা ও সমাজ,* খণ্ড ১২, সংখ্যা ২, ২০২৩, পৃ. ৫৩–৬৭।

Citation: Patra. S., (2025) "বিদ্যালয় পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-01, January-2025.